<u>উদ্যোগের শিরোনাম</u>

"বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের মেরিন ওয়ার্কশপের শ্রমিক-কর্মচারীদের উপস্থিতি ব্যবস্থাপনা এবং অধিকাল ভাতা প্রদান সহজীকরণ।"

কার্যপ্রণালী

বিএসসি মেরিন ওয়ার্কশপ দেশের শীর্ষস্থানীয় মেরিন ওয়ার্কশপ, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন মালিকানাধীন ও পরিচালিত এই মেরিন ওয়ার্কশপটি কর্ণফুলী নদীর তীরে একটি কৌশলগত অবস্থানে অবস্থিত। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ মেরিন ওয়ার্কশপ যা আধুনিক ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামগুলির সাথে সজ্জিত, যা যেকোনো আকার এবং শিল্পের জাহাজগুলিতে প্রায় সমস্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা সরবরাহ করতে সক্ষম।

জাহাজের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত কাজ সম্পাদন, জাহাজ ও অন্যান্য শিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশাদি, আনুষাঙ্গিক যন্ত্রের যন্ত্রাংশ তৈরী ও মেরামতকরন, শিপিং ও সামুদ্রিক শিল্পের সাথে সংযুক্ত বা আনুষঙ্গিক যে কোনও ক্রিয়াকলাপে জড়িত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, সামুদ্রিক এবং জাহাজ ভিত্তিক কাজের সুযোগ তৈরি করার জন্য বিএসসি মেরিন ওয়ার্কশপের কর্মীগণ নিরলস ভাবে কাজ করছেন।

সম্প্রতি রক্ষণাবেক্ষণের আধুনিকায়নের জন্য বিএসসি মেরিন ওয়ার্কশপে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করা হয়েছে।

মেরিন ওয়ার্কশপে নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মচারী ও শ্রমিকদের মধ্যে আরো সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে লেঃ কমান্ডার এম আসিব রায়হান, মহাব্যবস্থাপক (ওয়ার্কশপ ও জাঃমেঃ) -অঃ দাঃ বিএসসি, চট্টগ্রাম মহোদয়ের প্রস্তাবে পাঞ্চ কার্ড/ফিঙ্গার প্রিন্ট সিস্টেম চালু করা হলে ওয়ার্কশপটির সামগ্রিক কর্মদক্ষতা আরো বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

আইডিয়া টি বাস্তবায়ন এর লক্ষ্যে কিছু মডার্ন ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হলে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের পথ সুগম হবে।

আইডিয়া টি বাস্তবায়ন করার জন্য নিম্নোক্ত পন্থা অনুসরণ করা যেতে পারে:

১।ফিঙ্গার প্রিন্ট / স্মার্ট কার্ড ভিত্তিক এ্যাটেনডেন্স মেশিন,বিভিন্ন বাস এ স্থাপন করাহবে,GPRS ব্যবহার করে সার্ভারে সংযুক্ত হবে।

২।কোন ওয়াই-ফাই/জিপিআরএস সেবা ব্যবহার করা যেতে পারে। সেবা সরবরাহকারী (এপিএন হোল্ডার) হতে পারে নির্বাচিত, জিপিআরএস সংকেত প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে।

৩।সিম কার্ড এবং অ্যান্টেনা এমবেডেড থাকবে এতে করে সাইবার অপরাধ এর হুমকি কমে যাবে।

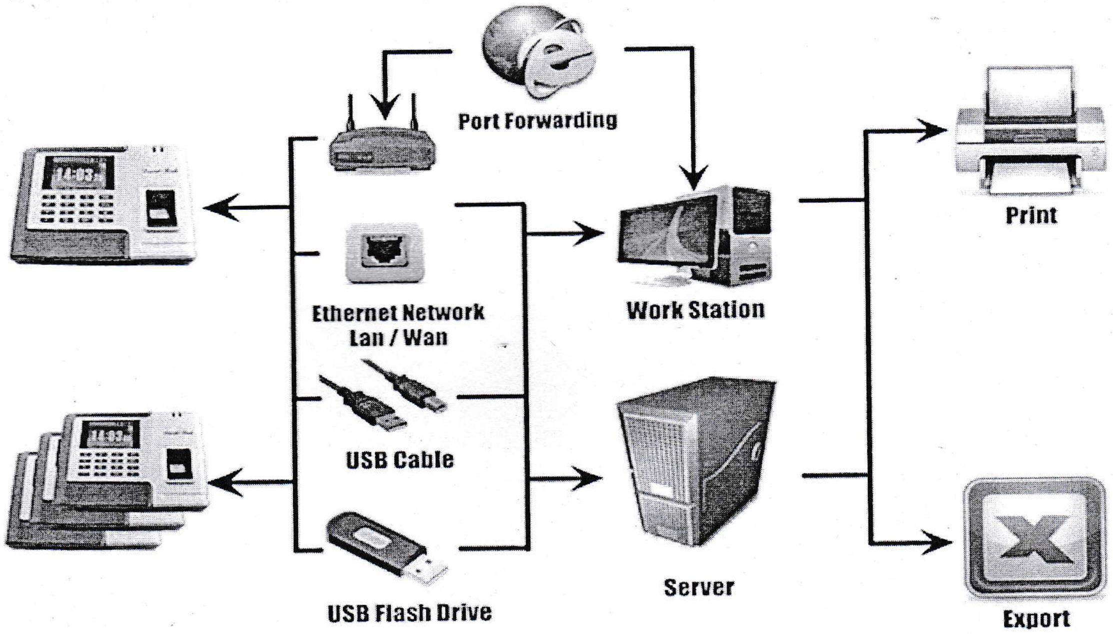

৪।একটি উইন্ডোজ ভিত্তিক সেবা সার্ভারে কনফিগার করা হবে।

৫।জিপিআরএস ব্যবহার করে টার্মিনালগুলি সার্ভারে স্বয়ংক্রিয়-মোডে সংযুক্ত হয়ে যাবে ।

৬।স্থানীয় প্রশাসক প্রতিটি বাসে ফিঙ্গারতালিকাভুক্ত করতে পারবেন ।

৭। জিপিআরএস ব্যবহার করে ফিঙ্গার প্রিন্ট টেমপ্লেট সার্ভার থেকে তথ্য ডাউনলোড করা যাবে।

সুবিধাসমুহ

১। পাঞ্চ কার্ড /ফিঙ্গার প্রিন্ট সিস্টেম চালু করা হলে ১৩০ জন কর্মচারীদের প্রবেশ রেকর্ড সংরক্ষণ করা যাবে।

২। কর্মচারীগণ সময়ের আগে প্রয়োজনীয় কারণ ব্যাতিত অফিস ত্যাগ করছে কিনা সে ব্যাপারে খুব সহজেই তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

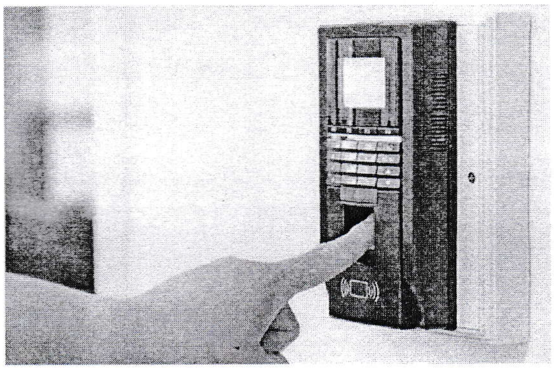

৩। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যদি সময়ানুবর্তিতার ব্যাপারে পেনাল্টি বা শাস্তি মূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায় তবে এই সিস্টেমটি তার সংরক্ষিত রেকর্ড প্রদর্শন করবে।

৪। শৃঙ্খলা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উক্ত সিস্টেম টি কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

৫। অনিয়মিত কর্মচারীদের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি পর্যাচলনা করে তাদের বেতন ভাতাদির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অধিকতর সহজ হবে।

৬। ডিজিটাল বাংলাদেশ এর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের মেরিন ওয়ার্কশপটি আধুনিকরণ করা হলে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন সরকারী এজেন্ডাটি বাস্তবায়ন এ এগিয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যৎ এ নিজ ও অনান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে আরো ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রেরনাদায়ী হিসেবে কাজ করবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

১। ডাটাবেস সিস্টেম মনিটরিং এর জন্য একাধিক কম্পিউটার সেট (×৩)
২। GPRS Based Biometric Attendance System
৩। TPE : Time Management Software
৪। DXS : Push Data Service Smart Finger
৫। Finger Enrollment Software

বাজারমূল্য

- বাজারদর পর্যাচলনা করে দেখা গেছে উক্ত সিস্টেমটির মূল্য এবং নতুন করে স্থাপন বাবদ ১.৫০ লক্ষ টাকা (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)পর্যন্ত খরচ হতে পারে।

= সমাপ্ত =